International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-I, January 2022, Page No. 38-53
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i1.2022.38-53

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

Zenarul Shaikh
Guest Lecturer, Department of Philosophy, Sofia Girls' College, Nalhati, Birbhum, West Bengal
Chaitali Saha
M.Phil. Research Scholar, Department of Philosophy, West Bengal State University, Barasat, North 24 Parganas, West Bengal

Abstract

The word 'religion' has been closely associated with education since the beginning of education and knowledge. The role of religion in the personal or social life of every human being is undeniable. In the general sense, religion means rituals, ceremonies, worship, prayers, etc. Although different religious communities have interpreted religion differently, but the main meaning of each religion that points to the same entity is also acknowledged in modern theology. Here we have tried to show what is called comparative theology by interpreting the theories of a few religious communities. Every religion has a founder and an original scripture. That original scripture discusses their respective religions in detail. In the discussion of religions we have seen that some religions have preached monotheistic doctrines while others have accepted dualism, trinity or pluralism. Indian religions such as Buddhism, Jainism and Hinduism have found the path to extreme cessation of sorrow and lasting peace through moksha. Similarly, in Western religions such as Christianity, Judaism, Islam, the search for the form of God, the belief in the Holy Spirit and following the ideals of the Prophet have explored the ultimate goal of their lives. Judging by the times, Hinduism is the oldest religion in the world. Again the most modern Islam is the second largest and fastest growing major religion in the world. Belief in the doctrines or ideals of every religion is the basis of comparative religion but standing in the present situation i.e. in the age of science giving precedence to superstition or superstition can never be the goal of religion. We know that religion has both theoretical and rational aspects. So in this article we have explained comparative theology through the logical and scientific discussion of religion.

Keywords: ***Theology, Religion, Monotheistic, Pluralism, Semitic. Comparative, Holy Spirit.***

ভূমিকা : 'তুলনামূলক ধর্ম' বর্তমানে খুবই একটি প্রচলিত শব্দ। ধর্মের এই তুলনামূলক দর্শন সম্মত আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম উঠে আসে। তাই প্রথমেই বলা ভালো, ধর্ম পালণের বিরোধীতা নিয়ে ও কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়কে আঘাত করা আমার এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এই রহস্যময় বিশ্ব-জগতে হতে পারে বিজ্ঞান তথা দর্শন ও অন্যান্য বিজ্ঞান শাখাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম তবুও বিজ্ঞান এখনো অনেক কিছু আবিস্কার করতে অসমর্থ। দর্শন এখনো অনেক কিছুর ব্যাখা দিতে সক্ষম হয়নি। ধর্ম সেখানে সেইসব রহস্যের কিছু কিছুকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক বা আধি-ভৌতিক বিশ্বাস নিয়ে মোটামুটি সমাধান হিসেবে সান্তনা খুঁজেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেখানে বিশ্বাসটাই মুল ভিত্তি। আর বিশ্বাস দিয়ে কখনো সার্বিক রহস্য আবিস্কার করা যায় না। বিশ্বাস মানুষকে আপাতঃ সান্তনা দিয়ে থাকেন, কিন্তু সর্বসান্ত করতে পারে না। এটা সত্য যে, সব কিছুতেই অবিশ্বাস করলে জীবন নির্বাহ করা মুশকিল। কিন্তু বিশ্বাসেরও একটা ভিত্তি ও প্রমাণ থাকা আবশ্যক। এযাবৎ মানুষ ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সার্বজনীন ঘটনা বলে ধরে নিয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসীরা ধর্মকে মানুষের জীবন যাপনের দিক নির্দেশনা ও অপার্থিব জীবনে অনন্ত সুখের বা দুঃখের স্থায়ী ঠিকানা বলে মনে করে নিয়েছে। মূলতঃ ধর্ম হচ্ছে একটি বিশ্বাস বা অনুভূতি। আচার, অনুষ্ঠান, উপাসনা, প্রার্থনা, যোগ ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই হয় ধর্মের অভিব্যক্তি। বিশ্ব প্রচলিত ধর্মমতগুলির যে সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান, উপাসনা আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেগুলি বাদ দিয়ে ধর্মের কোন স্পষ্ট চিত্র আমাদের মনে স্থান পেতে পারে না। সুতরাং মানুষের ধর্ম প্রবণতার অভিব্যক্তি ও প্রকাশের দৃষ্ঠান্ত হিসেবে নির্দিষ্ট কোনো কোনো ধর্মতত্ত্ব আলোচনা আবশ্যক। ধর্মতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা নয়, আবার কোন এক বিশেষ ঐতিহাসিক ধর্মের সমালোচনাও নয়। ***'ধর্মতত্ত্ব হল বিশেষ কোন এক ধর্মের, ধর্মীয় বিশ্বাসের, সুসংহত আলোচনা'।*** G. Gallow ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন- 'Theology is an articulated system of religious beliefs or doctdoctrines which has been developed from some historic religion.'।[১] এই উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব'। এ বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মমত গুলি আলোচনা করব, যা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বেরও বিষয়।

১. জরথুস্ট্রীয় বা পার্শী ধর্ম

জরথুস্ট্র বা জরাথুস্ট্র ছিলেন একজন প্রাচীন পারসিক ধর্ম প্রচারক এবং জরথুস্ট্রীয় ধর্ম মতের প্রবর্তক। ধর্ম প্রচারক জরথুস্ট্র সাধারণ ভাবে স্বীকৃত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তার সমসাময়িক কাল সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে তেমন কিছুই জানা যায় না। অনেক পন্ডিতের মতানুসারে তিনি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীর প্রাচীন ধর্মমত প্রবর্তকদের অন্যতম একজন, যদিও অন্য অনেকের মতে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ শতাব্দীর অথবা খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম হতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী মহান কুরুশের সমকালিন একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন।

জেন্দাবেস্তা : জরথুস্ট্রীয় ধর্মের প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ হল আবেস্তা বা জেন্দাবেস্তা। জেন্দাবেস্তার প্রধান চারটি ভাগ রয়েছে, যথা- ১. **গাথা**, ২. **ইয়াসনা**, ৩. **য়াস্ট** ও ৪. **ভেনদিদাস**। আমরা জানি যে বেদ চতুর্বিদ এবং বেদের সঙ্গে আবেস্তার সম্পর্ক অতি নিকটবর্তী। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে গাথাইক আবেস্তার ভাষার সঙ্গে ঋগ্বেদীয় সংস্কৃত ভাষার প্রচুর মিল রয়েছে। যদিও ঋগ্বেদের ভাষা গাথার ভাষার চেয়ে কিছুটা বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল, ধারণা করা হয় যে আবেস্তা ঋগ্বেদের কয়েক শতক পরে লিখিত হয়েছে। জরাথুস্ট্রর শিক্ষায় অশুভ শক্তির বর্ণনায় তিনি বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা প্রাচীন ভারতের ঋগ্বেদের সঙ্গে মিলে যায়। কাজেই ধারনা করা হয় প্রাচীন পারস্যের পূর্বাঞ্চলের লোকজন কথা বলত ঋগ্বেদের ভাষায়।

বেদ ও আবেস্তার মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর মিল। উভয় ধর্মই কাছাকাছি ধরনের বহু-ঈশ্বরবাদের ধারণা দেয়। বিভিন্ন দেবতাদের মধ্যেও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ভারতের **'মিত্র'** পারস্যের মাটিতে **'মিথরা'**য় পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ইন্দ্রসহ অন্যান্য বহু দেবতার নাম উল্লেখ আছে। ইন্দো-ইরানীয়রা অলৌকিকতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হত, যথা- দেব ও অসুর। সংস্কৃত 'দেব' এর সাথে তুলনা করা যায় পারসিক আবেস্তার শব্দ 'দেব', যার অর্থ স্বর্গীয় সত্তা। বৈদিক ভারতে অসুর মানে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি। সংস্কৃতে শব্দটির দ্বারা বিশেষ প্রকার দানবকে বোঝানো হয়। পারস্যে ব্যাপারটি প্রায় উল্টো। আহুর (অসুর) এখানে প্রশংসিত হয় এবং দেবতারা বিভিন্নভাবে নিন্দিত হয়। যেমন সর্বোচ্চ প্রশংসিত আহুরা মাজদা বা প্রজ্ঞাবান আহুরা। তাই অনেকে মনে করেন, ধর্মটি যাগযজ্ঞ সম্বলিত বৈদিক ধর্ম নয় তো? আবেস্তার গাথা পর্বটি লিখেছেন স্বয়ং জরাথুস্ট্র। যাই হোক আবেস্তার ভাষা কালে কালে পরিবর্তীত হয়েছে। আবেস্তায় নাকি সেই পরিবর্তনের ছাপ এখনও রয়েছে।

একত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের সমন্বয় : ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে জরাথুস্ত্র একত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু তার একত্ববাদ এবং দ্বৈতবাদ পরস্পর বিরোধী নয়, বরং সামঞ্জস্যকারী। স্পেনটা মাইনু এবং আঙরা মাইনু দুই জমজ সত্ত্বা। স্পেনটা মাইনু হল সত্য ও শুভর প্রকাশক এবং আঙরা মাইনু মিথ্যা ও অশুভর নির্দেশক। উভয়ের জন্মই পরম একক সত্তা আহুরা মাজদা থেকে, 'আশা' বা সত্য এবং 'দ্রুজ' বা মিথ্যা থেকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে। সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম এবং অসৎ চিন্তা, অসৎ বাক্য, অসৎ কর্ম বেছে নেবার মাধ্যমে উভয়েরই প্রকাশ। জমজ এই দুই সত্তার বেছে নেবার ধারণাই দ্বৈতবাদের জন্ম দেয়। Laura Knight-Jadczyk এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "Zarathustra's teachings are strongly dualistic. The believer has to make a choice between good and evil. Zoroastrianism was one of first world religions to make ethical demands on the believers."।[২] মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভালো-মন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে আদিম সেই তাৎপর্য বিদ্যমান। আহুরা মাজদাই আকাশ-মাটি, আলো-অন্ধকার ও দিন-রাত সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে সৃষ্টি করেছেন ভালো ও মন্দ। সৃষ্টির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বলা হয় তিনটি সময়ের কথা; প্রথমে বুন্দাহিশন বা সৃষ্টি, তারপর গোমেজিশন বা দুই বিপরীত শক্তির সমাবেশ

এবং সর্বশেষ উয়িজারিশন বা পৃথকীকরণ। জগতে অস্তিত্বশীল সবকিছুই এজন্য দুটি সত্তা বিরাজ করে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা ও অপরটি শারীরিক সত্তা। এই দুটি সত্তার মধ্যে একটি ভাব এবং অন্যটা বস্তু। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন, এই ধর্ম পরবর্তী একেশ্বরবাদী[৩] ধর্মগুলোকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া : আবেস্তার মতে, পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে ছয়টি ক্রমিক পর্যায়ে। প্রথম মানব ও মানবী আঙরা মাইনুর দ্বারা বিপথগামী হয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মরণশীল হিসেবে। কিন্তু তার ভেতর অমরত্বের গুণাবলি বিদ্যমান। মৃত্যুর পর সবাইকে চিনবৎ সাঁকো পার হতে হবে। পূন্যশীলেরা সেটি পার হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে আর পাপীরা নিচে নরকে পতিত হবে। ভালো আর মন্দের বিচারও হবে সেই দিন। যাদের ভালো আর মন্দের পরিমাণ সমান, তারা **হামিস্তাগান** নামক মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। জরাথুস্ট্রের মতে, এই জগৎ হল ভালো ও মন্দের মধ্যকার যুদ্ধক্ষেত্র। যদিও এখন আঙরা মাইনুর জয়জয়কার। তবে খুব দ্রুতই আহুরা মাজদার জয় আর আঙরা মাইনুর ধ্বংসপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সব দ্বন্দ্বের শেষ হবে। আর সবকিছু শেষ হবার আগে তিনজন উদ্ধারকর্তা (ত্রাতা) আসবেন এই জগৎ সংসারকে উদ্ধার করতে। পরবর্তীকালে প্রায় সকল ধর্ম সম্প্রদায় এই মতবাদে বিশ্বাস পোষণ করেন।

আলেকজান্ডারের অভিযানের মধ্য দিয়ে গোটা পারসিক সংস্কৃতি থমকে যায়। আবার ৬৩৫ সালে মুসলমানরা কাদিসিয়ার যুদ্ধে শেষ সাসানীয় সম্রাট ইয়াজদিজার্দকে পরাজিত করে। জরাথুস্ট্রবাদীরা বিদ্রোহ করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। শেষ অবধি পুরোনো বিশ্বাস ও চর্চাকে আঁকড়ে ধরে খুব অল্প সংখ্যকই টিকতে পেরেছিলেন। সংখ্যালঘুরা পরিচিত হতে থাকলেন **'গাবার'** নামে। যাদের বেশিরভাগ থাকতেন ইয়াজদ্ এবং কিরমান অঞ্চলে। পরবর্তীকালে অনেকেই ইরান ত্যাগ করে বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়।

বর্তমান বিশ্বে জরাথুস্ট্রবাদীদের আনুমানিক সংখ্যা দুই লাখ। কিন্তু তার চিন্তা প্রভাবিত করেছে বহু পণ্ডিতকে। জরাথুস্ট্রবাদকে প্রথম দেখায় ততটা নৈতিকতা নির্ভর মনে না হলেও প্রকৃতপক্ষে এর পরিধি ব্যাপক। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সকল প্রকার মন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা এবং ভালো কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখার ওপর জোর দেয়া হয়েছে এই ধর্মে। প্রাচীন পৌত্তলিকতা থেকে বের হয়ে ইহ ও পরজাগতিক যে চিন্তার বিপ্লব জরাথুস্ট্র ঘটিয়েছেন, তা বিবর্তিত অবস্থায় প্রবাহিত হয়েছে অন্যান্য বেশ কিছু ধর্মেও। তিন হাজার বছর পরে এসেও জরাথুস্ট্রের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য্য। এজন্যই আধুনিক কালের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক ফ্রেডেরিখ নীৎশেকে লিখতে হয় 'Thus Spoke Zarathustra'।

২. ইহুদী ধর্ম

ইহুদী ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা। ইহুদী ধর্মাবলম্বী মানুষরা সম্পুর্ণরূপে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। একেশ্বরবাদ এই ধর্মের মূল স্তম্ভ। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই যে বৈশিষ্ট্য সেটা প্রভাব ফেলেছে তাঁদের জীবনের সবক্ষেত্রে। ইহুদী ধর্মের মূল বক্তব্য হল, ***'ইসরায়েলবাসীরা শোনো! আমাদের বিধাতা এক।'*** ইহুদীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ The old Testament কে তাঁরা Bible মতো পবিত্র বলে মনে করেন। এছাড়াও এই ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে Old Testament -এর প্রথম পাঁচটি বইকে গণ্য করা হয়: **আদিপুস্তক**, **যাত্রাপুস্তক**, **লেবীয় পুস্তক**, **গণনাপুস্তক**, এবং দ্বিতীয় বিবরণ। এই পাঁচটি বইকে একত্রে 'তোরাহ' ও বলা হয়ে থাকে। 'তোরাহ' শব্দটির অর্থ হল 'আইন'। ইহুদিগণ যীশুকে ঈশ্বরের বাণীবাহক হিসেবে অস্বীকার করলেও, খ্রীস্টানগণ ইহুদিদের সবগুলো ধর্মগ্রন্থ (Old Testament)-কে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মান্য করে থাকেন। ইহুদিধর্মকে সেমেটিক ধর্ম[৪] হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

একেশ্বরবাদ : ইহুদী ধর্মের মূল শিক্ষা প্রায় সবসময়ই একেশ্বরবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ইহুদীদের মধ্যে অনেক শ্রেণী-উপশ্রেণী থাকলেও ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে কারও মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সবাই এক বাক্যে কেবল এক ঈশ্বরকে মেনে নেয়। একেশ্বরবাদ প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন ধর্মের ধারণা দেয় যদিও এর সাথে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যবাদ (particularism) যুক্ত রয়েছে। প্রাচীন ইসরায়েলে এই স্বাতন্ত্র্যবাদ নির্বাচনের রূপ নিয়েছিল। নির্বাচন বলতে ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের মধ্যে থেকে কাউকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করাকে বোঝায়। সেই তখন থেকেই ইহুদিরা মনে করত, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি পূর্বপরিকল্পিত চুক্তিপত্র থাকতে বাধ্য; সবাইকে এই চুক্তিপত্র মেনে চলতে হবে; না চললে পরকালে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ইহুদীদের এই চিন্তাধারার সাথে messianism এর সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল।

ইহুদী নীতিতত্ত্ব : ইহুদীদের ধর্মীয় আচরণ বা অনুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলে একথা অনস্বীকার্যরূপে বলতেই হয় যে তাঁদের ধর্মবোধে গোঁড়ামি কম, সনাতন আচার ও প্রথার চর্চা বেশী। ইহুদীদের মধ্যে একতাবোধের যে চিত্র পাওয়া যায় সেটা তাঁদের ভাবনার চেয়ে কর্মধারার মধ্যে অনেক বেশী প্রকাশিত। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক পরিবারভুক্ত– এটা তাঁদের চিন্তার মূল লক্ষ্য। সাধারণভাবে বলা যায়, ইহুদী আধ্যাত্মচিন্তার যে চারটি প্রধান অঙ্গ তা হল প্রশ্নাতীত ধর্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় আচার পালন, সংস্কৃতিবোধ এবং গভীর দেশাত্মবোধ। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধর্মীয় আচার পালনে দু-রকমের ধর্মনেতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা পুরোহিত এবং ধর্মগুরু। পুরোহিত সাধারণ মানুষের উপর কিছু কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে থাকে।

৩. খ্রীস্টান ধর্ম

মধ্যপ্রাচ্যের (বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের উত্তরভাগে অবস্থিত) ঐতিহাসিক গালীল অঞ্চলের নাসরত শহর থেকে আগত ইহুদি বংশোদ্ভূত ধর্মীয় নেতা যীশুখ্রীস্টের জীবন ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে ধর্মটির উৎপত্তি হয়। যীশুর পালক পিতা যোসেফ ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী। কিন্তু যীশুর অনুসারীরা

অর্থাৎ খ্রীস্টানেরা বিশ্বাস করেন যে যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারতেন, এমনকি মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতেন। এসব অলৌকিক ঘটনা সম্পাদনের প্রেক্ষিতে যীশুকে ইহুদীদের রাজা হিসেবে দাবী করা হয়। এই উপাধি ব্যবহার ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবী করার দোষে জেরুসালেমের ইহুদী নেতাদের নির্দেশে যীশুকে জেরুসালেমে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহুদিদের সর্বোচ্চ আদালতে তার বিচার হয় ও ইহুদীরা যিহূদিয়ার স্থানীয় রোমান প্রশাসক পোন্তিউস পীলাতকে অনুরোধ করে যেন যীশুকে মৃত্যদণ্ড দান করা হয়। পীলাত প্রথমে যীশুকে নিরপরাধ গণ্য করলেও পরবর্তীতে যাজকদের প্ররোচণায় উন্মত্ত ইহুদী জনতার ইচ্ছাপূরণ করতে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করান।

বাইবেল : খ্রীস্টধর্মের অনুসারীরা একটি ধর্মীয় পুস্তকসমগ্র অনুসরণ করে, যার সামগ্রিক নাম বাইবেল। বাইবেলের পুস্তকগুলিকে দুইটি বড় অংশে ভাগ করা হয়েছে: **Old Testament** ও **New Testament**. খ্রীস্টানেরা বাইবেলের এই Testament-এর সমস্ত পুস্তককে ঈশ্বরের পবিত্র বাণী হিসেবে গণ্য করেন। Old Testament অংশটি হিব্রু বাইবেল (বা তানাখ) এবং অব্রাহামের পৌত্র যাকব তথা ইসরায়েলের বংশধরদের লেখা অনেকগুলি ধর্মীয় পুস্তক নিয়ে গঠিত। বাইবেলের দ্বিতীয় অংশটির নাম New Testament, যা ২৭টি পুস্তক নিয়ে গঠিত। এই পুস্তকমালাতে যীশুর জীবন, শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে তার অনুসারীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তককে একত্রে **সুসমাচার** নামে ডাকা হয়; এগুলিতে যীশুর জীবন, তার মৃত্যু এবং মৃত অবস্থা থেকে তার পুনরুত্থানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

করুণাময় যীশু : খ্রীস্টানেরা বিশ্বাস করে একজন মাত্র ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্যের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের পিতা। পিতারূপী ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চান। কিন্তু প্রতিটি মানুষ পাপ করার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (যার উৎস প্রথম মানব আদমের আদিপাপ)। এই সব ছোট-বড় পাপের কারণে মানুষ ও জগতের পিতা ঈশ্বরের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। খ্রীস্টানেরা বিশ্বাস করে যে যীশুখ্রীস্ট ঈশ্বরেরই দ্বিতীয় একটি রূপ; তিনি ঈশ্বরের একমাত্র প্রকৃত পুত্র। ঈশ্বরের তৃতীয় আরেকটি রূপ হল পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা বিভিন্ন নবী বা ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে মানবজাতির সাথে যোগাযোগ করেছে। পবিত্র আত্মারূপী ঈশ্বর মানব কুমারী মেরির গর্ভে পুত্ররূপী ঈশ্বর তথা যীশুখ্রীস্টের জন্ম দেন, যার সুবাদে যীশুখ্রীস্ট রক্তমাংসের মানুষের রূপ ধারণ করে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন। পবিত্র আত্মারূপী ঈশ্বরের সুবাদে পুত্ররূপী ঈশ্বর যীশুখ্রীস্ট পৃথিবীতে বহু অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন। শেষ পর্যন্ত যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণাভোগ করে মৃত্যুবরণ করে সমগ্র মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। কিন্তু তিন দিন পরে তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করে পুনরুজ্জীবিত হন এবং স্বর্গে আরোহণ করেন যেখানে তিনি পিতারূপী ঈশ্বরের ডান পাশের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ঈশ্বর উপহার হিসেবে সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। সময়ের যখন সমাপ্তি হবে, তখন যীশু আবার পৃথিবীতে ফেরত আসবেন

এবং শেষ বিচারে সমস্ত মানবজাতির (মৃত বা জীবিত) বিচার করবেন। যারা যীশুখ্রীস্টে বিশ্বাস আনবে এবং ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করবে, তারাই ভবিষ্যতে শেষ বিচারের দিনে পরিত্রাণ পাবে ও স্বর্গে চিরজীবন বসবাস করবে। Old Testament পুস্তকগুলিতে যে মসিহ বা ত্রাণকর্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করে যে যীশুই সেই ত্রাণকর্তা। তারা যীশুকে একজন নৈতিক শিক্ষক, অনুকরণীয় আদর্শ এবং প্রকৃত ঈশ্বরকে উদঘাটনকারী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে।

৪. ইসলাম ধর্ম

ইসলাম একটি একেশ্বরবাদী এবং ইব্রাহিমীয় ধর্মবিশ্বাস যার মূল শিক্ষা হল, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই এবং হজরত মহাম্মদ হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী বা রাসূল। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান ধর্ম। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ দয়ালু, করুণাময়, এক ও অদ্বিতীয় এবং একমাত্র ইবাদতযোগ্য অভিভাবক। ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়, বরং সৃষ্টির শুরু থেকেই ইসলামের উৎপত্তি। আদম আঃ ছিলেন এই পৃথিবীর প্রথম মানব এবং ইসলামের প্রথম নবী। আর শেষ নবী হলেন হজরত মহাম্মদ। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এর উৎপত্তি সপ্তম শতকের শুরুতে মক্কায়, এবং অষ্টম শতক নাগাদ উমাইয়া খিলাফত পশ্চিমে ইবেরিয়া (স্পেন) থেকে পূর্বে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জুড়ে সম্প্রসারিত হয়। অষ্টম থেকে ত্রেয়োদশ শতককে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামের **'স্বর্ণযুগ'** বলা হয়।

পবিত্র কুরআন শরীফ : কুরআন মুসলিমদের মূল ধর্মগ্রন্থ। তাদের বিশ্বাস পবিত্র এই কুরআন স্রষ্টার অবিকৃত, হুবহু বক্তব্য। বিশ্বাস করা হয়, আল্লাহ নিজেই কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।[৫] এর আগে স্রষ্টা প্রত্যেক জাতিকে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোকে বিকৃত করা হয়। কুরআনকে আরও বলা হয় 'আল-কুরআন'। অধিকাংশ মুসলিম পবিত্র কুরআনের যেকোনো পাণ্ডুলিপিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, স্পর্শ করার পূর্বে ওজু[৬] করে নেন। কুরআন জীর্ণ ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়লে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হয় না, বরং কবর দেয়ার মত করে মাটির নিচে রেখে দেয়া হয় বা পরিষ্কার স্রোতের পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

হজরত মহাম্মদ : হজরত মহাম্মদ ছিলেন তৎকালীন আরবের কুরাইশ বংশের একজন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তার গুণের কারণে তিনি আরবে 'আল-আমীন' বা 'বিশ্বস্ত' উপাধিতে ভূষিত হন। স্রষ্টার নিকট হতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ দেন। হজরত মহাম্মদকে ইসলামের শ্রেষ্ঠ বাণী-বাহক (নবী) হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা হয়। ইসলাম ধর্মমত অনুসারে তিনি চল্লিশ বছর বয়স হতে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ২৩ বছরের বিভিন্ন সময়ে জিব্রাইলের মাধ্যমে ঐশী বাণী লাভ করেন। এই বাণীসমূহের একত্ররূপ হল পবিত্র কুরআন, যা তিনি মুখস্থ করেন ও তার অনুসারীদের (সাহাবী) দিয়ে লিপিবদ্ধ করান। কারণ, তিনি নিজে লিখতে ও পড়তে জানতেন না। কুরআনে বলা হয়েছে, *"তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব পড়নি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লেখনি যে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করবে।"*[৭]

মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, ঐশ্বরিক বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামের নবী কখনো ভুল করেননি। আরো বিশ্বাস করা হয়, তার জীবনকালে তিনি সম্পূর্ণ আলৌকিকভাবে মেরাজ[৮] লাভ করেন।

একেশ্বরবাদ : মুসলিমগণ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' বলে সম্বোধন করেন। ইসলামের মূল বিশ্বাস হল আল্লাহর একত্ববাদ বা তোহিদে বিশ্বাস করা। আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেওয়া ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে প্রথম, যাকে বলা হয় শাহাদাহ। এটি পাঠের মাধ্যমে একজন স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই এবং মহাম্মদ তার প্রেরিত বাণীবাহক বা রাসূল সুরা আল ইখলাসে[৯] আল্লাহর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে, *"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"* মুসলিমরা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে বর্ণনা করেন তার বিভিন্ন গুণবাচক নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে। কিতাবুল ঈমানে আল্লাহর বর্ণনা এভাবে আছে: আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তার কোন অংশ বা অংশিদার বা শরিক নেই। তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন, বরং সকলেই তার উপর নির্ভরশীল। তার কোন কিছুর অভাব নেই। তিনিই সকলের অভাব পূরণকারী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্র নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। কোন জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তাআলাকে আয়ত্ব করতে পারেন না। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। একমাত্র তিনিই ইবাদত (উপাসনা) পাওয়ার যোগ্য। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে ঘটমান সব কিছু দেখতে ও শুনতে পান। তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ : পঞ্চস্তম্ভ হল ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। অনেক পন্ডিতদের মতে, এই পঞ্চস্তম্ভের ধারণা একেবারে বিজ্ঞান ভিত্তিক। এই পঞ্চস্তম্ভের সাথে ভারতীয় যোগ দর্শনের সদৃশ বিদ্যমান। এই পাঁচটি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমালের জন্য ফরজ। একই সাথে প্রথম তিনটির উপর আমল করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ এবং শেষ দু'টি সামর্থ্য অনুযায়ী আদায় করা ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কাজ। ইসলাম ধর্মে যে পাঁচটি স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল- ১. কালেমা শাহাদাত, ২. নামাজ, ৩. রোজা, ৪. যাকাত ও ৫. হজ্জ্ব।

ক. কালেমা শাহাদাত : কালেমা শাহাদাত হল- *"আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"* অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মহাম্মাদ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা এবং তার প্রেরিত রাসূল। প্রত্যেক ইসলামিক ব্যক্তিকে এই কালেমায়ে শাহাদাত মুখে বলতে ও অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে। এই বিশ্বাসকে বলা হয় ইসলামে **'ঈমান'** বলা হয়েছে।

খ. নামাজ বা সালাত : ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের দ্বিতীয় হল নামায। নামায বা নামাজ বা সালাত হল ইসলাম ধর্মের প্রধান ইবাদাত বা উপাসনাকর্ম। কালেমা শাহাদাতের পর নামাজই ইসলামের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক বা ফরজ। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হল, ফজরের নামাজ, যোহরের নামাজ, আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ ও এশার নামাজ।

গ. সাওয়াম বা রোজা : ইসলামের পঞ্চস্তম্বের তৃতীয় হল রোজা বা সাওয়াম। 'রোজা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিরত থাকা'। আর আরবিতে এর নাম সাওম, বহুবচনে সিয়াম। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, কামাচার, পাপাচার এবং সেই সাথে যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

ঘ. যাকাত : ইসলাম ধর্মের পঞ্চস্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল যাকাত। প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর নিজস্ব আয় ও সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। এই বিতরণ নিয়মকে ইসলাম ধর্মে যাকাত বলা হয়। পবিত্র কোরআনে 'যাকাত' শব্দটি ৩২ বার উচ্চারণ করা হয়েছে। নামাজের পরে সবচেয়ে বেশি বার এটি উচ্চারণ করা হয়েছে।

ঙ. হজ্জ্ব : ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সর্বশেষ স্তম্ভ হল হজ্জ্ব। হজ্ব বা হজ্জ বা হজ ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ইবাদত বা ধর্মীয় উপাসনা। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ্জ্ব সম্পাদন করা ফরজ বা আবশ্যিক। হজ পালনের জন্য সৌদি আরবের মক্কা নগরী এবং সন্নিহিত মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে গমন এবং অবস্থান আবশ্যক। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ্জ্ব ও যাকাত শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষ বলা হয়েছে। এই দুটিকে কেবলমাত্র সম্পদশালীদের জন্য ফরয বা আবশ্যিক করা হয়েছে।

৫. বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং জীবন দর্শন হল বৌদ্ধধর্ম। ধর্ম অনুসারীদের সংখ্যায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশ সহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। বৌদ্ধদের পারস্পারিক মতভেদের কারণে বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বৌদ্ধদের দুটি সম্প্রদায় হল হীনযান বা থেরবাদ (সংস্কৃত: স্থবিরবাদ)ও মহাযান।

বোধিসত্ত্বযান : আক্ষরিক অর্থে 'বুদ্ধ' বলতে একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত, জ্ঞানী, জাগরিত মানুষকে বোঝায়। উপাসনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং পরম জ্ঞানকে বোধি বলা হয়। বৌদ্ধধর্মে যে কোনও মানুষই বোধিপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত এবং জাগরিত হতে পারে। সিদ্ধার্থ গৌতম এই কালের এমনই একজন 'বুদ্ধ'। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ববর্তী জীবন সমূহকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব।

ত্রিপিটক : বৌদ্ধ ধর্মের মূল গ্রন্থ হল ত্রিপিটক, যা পালি ভাষায় লিখিত। এটি মূলত বুদ্ধের দর্শন এবং উপদেশের সংকলন। তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বলা হয়েছে। এই তিনটি পিটক হল **বিনয় পিটক**, **সূত্র পিটক** ও **অভিধর্ম পিটক**। **'পিটক'** শব্দের অর্থ হল - ঝুড়ি, পাত্র , বক্স ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ লেখনের কাজ শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের তিন মাস পর অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে এবং সমাপ্তি ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২৩৬ অব্দে। প্রায় তিনশো বছরে তিনটি সঙ্ঘায়নের মধ্যে দিয়ে এই গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ হয়।

নির্বাণ : বুদ্ধের ধর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায় খোঁজা। অবিদ্যা হল সর্ব দুঃখের মূল কারণ। বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য- এটাকে নির্বাণ বলা হয়। নির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া (দীপনির্বাণ, নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ), বিলুপ্তি, বিলয়, অবসান। কিন্তু বৌদ্ধ মতে নির্বাণ হল সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ বা সকল দুঃখের আত্যান্তিক মুক্তি। এই সম্বন্ধে বুদ্ধের চারটি উপদেশ যা চারি আর্য সত্য *(পালিঃ ভাষায়- চত্বারি আর্য্য সত্যানি[১০])* নামে সমধিক পরিচিত। তিনি অষ্টাঙ্গিকমার্গ[১১] উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা[১২] অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করে G. Galloway ব্রহ্মণ্যবাদ, দেবতা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিকে অস্বীকার করে মানবজাতিকেই স্বয়ম্ভররূপে গণ্য করে বলেছেন- 'Each man his prison makes; and in as much as salvation come from whithin it was open to every one'.[১৩] অর্থাৎ 'তুমিই তোমার দুঃখের কারাবাস রচনা করেছ এবং তোমাকেই তোমার একক চেষ্ঠায় সেই কারাবাস থেকে মুক্ত হতে হবে'। ।

বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব : বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি হল অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শুধু বৌদ্ধ ধর্মে নয়, অন্যান্য ধর্মেও এ নীতির কথা বলা হয়েছে। তবে ভিন্নতা শুধু এখানে, বৌদ্ধ ধর্মে নিজের প্রাণের মতো সব প্রাণীকে দেখা হয়েছে, সব প্রাণীর জীবন রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, আর অন্যান্য ধর্ম মানবজীবনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পার্থক্য শুধু এখানেই; নীতি, জীবনদর্শন ও আদর্শিক দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বৌদ্ধ ধর্মমতে, পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি যথার্থভাবে পালন করাই হচ্ছে প্রকৃত বৌদ্ধ নীতি তথা মানবনীতি। এসব নীতি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়; সব মানবজাতির জন্যই প্রযোজ্য। মানবজীবনের সামগ্রিকতায় সুনীতিপরায়ণ হওয়ার জন্য এর চেয়ে উত্তম শিক্ষা আর কী হতে পারে! এজন্যই এসব নীতিই বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। বৌদ্ধ ইতিহাস ও জীবনদর্শনে বলতে গেলে এসব নীতিই মূলভিত্তি এবং মহামতি গৌতম বুদ্ধের উজ্জ্বল বাণী। তাই তো বৌদ্ধ ধর্মের উদার নীতিগুলো সম্পূর্ণ মানবতাবাদী ও সর্বজনীন অধিকারমূলক বলে স্বীকৃত।

৬. জৈনধর্ম

জৈনধর্ম প্রাচীন ভারতে প্রবর্তিত অন্যতম ধর্মমত। এই মত একই সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দর্শন হিসেবে এটি ভারতীয় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ধর্মের মূল বক্তব্য হল সকল জীবের জন্য শান্তি ও অহিংসার পথ গ্রহণ করা। বলা হয়ে থাকে দৈব চৈতন্যের আধ্যাত্মিক পর্যায়ে স্বচেষ্টায় আত্মার উন্নতি। যে ব্যক্তি বা আত্মা অন্তরের শত্রুকে জয় করে সর্বোচ্চ অবস্থাপ্রাপ্ত হন তাঁকে জিন (জিতেন্দ্রিয়) আখ্যা দেওয়া হয়। ঈশ্বরহীন এই ধর্ম মতে, নির্বাণ বা মোক্ষলাভ মানব জীবনের পরম লক্ষ্য।

তীর্থঙ্কর : 'জৈন' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'জিন'[১৪] (অর্থাৎ, জয়ী) শব্দটি থেকে। যে মানুষ আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগগুলিকে জয় করেছেন এবং সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান (কেবল জ্ঞান) লাভ করেছেন, তাঁকেই 'জিন' বলা হয়। 'জিন'দের আচরিত ও প্রচারিত পথের অনুগামীদের বলে 'জৈন'। জৈনধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির অন্যতম। জৈনরা তাঁদের ইতিহাসে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের কথা উল্লেখ করেন। এঁদের শিক্ষাই জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। প্রথম তীর্থঙ্করের[১৫] নাম ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম মহাবীর। ব্রতের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত চৈতন্যের বিকাশের দ্বারা আধ্যাত্মিক জাগরণের উপর জৈনধর্ম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

মহাব্রত ও অনুব্রত : জৈন ধর্মে কট্টরপন্থী অনুগামী ও সাধারণ অনুগামীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্রতের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মের অনুগামীরা পাঁচটি প্রধান ব্রত পালন করেন। এই পাঁচটি ব্রত হল- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। **'অহিংসা'** ব্রতটি হল জৈন ধর্মাবলম্বী কোনো জীবিত প্রাণীর ক্ষতি করবে না। **'সত্য'** ব্রতটি হল সর্বদা সত্য কথা বলা। মিথ্যা বা ছলনার কোন প্রকার আশ্রয় নেওয়া জৈন দর্শনে একেবারে বর্জিত। অহিংসাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই অন্যান্য আদর্শের সঙ্গে অহিংসার আদর্শের কোনো বিরোধ বাধলে, এই ব্রতের সাহায্য নেওয়া হয়। যেখানে সত্য বচন হিংসার কারণ হয়, সেখানে মৌনতা অবলম্বন করা হয়। **'অস্তেয়'** শব্দের অর্থ চুরি না করা। যা ইচ্ছাক্রমে দেওয়া হয়নি, জৈনরা তা গ্রহণ করে না। অন্যের থেকে ধনসম্পত্তি নিয়ে নেওয়া বা দুর্বলকে দুর্বলতর করাকে জৈনরা চুরি বলে গণ্য করে। তাই যা কিছু কেনা হয় বা যে পরিষেবা নেওয়া হয়, তার জন্য যথাযথ মূল্য দেওয়াই জৈনধর্মের নিয়ম। গৃহস্থদের কাছে ব্রহ্মচর্য হল পবিত্রতা এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কাছে যৌনতা থেকে দূরে থাকা। যৌন ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থেকে আত্মসংযমকেই **'ব্রহ্মচর্য'** বলা হয়। **'অপরিগ্রহ'** হল অনাসক্তি। এর মাধ্যমে জাগতিক বন্ধন থেকে দূরে থাকা এবং দ্রব্য, স্থান বা ব্যক্তির প্রতি অনাসক্তিকে বোঝায়। জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পাঁচটি মহাব্রত পালন করতে হয়। অন্যদিকে গৃহস্থ জৈনদের এই পঞ্চ মহাব্রত একটু শিথিল করে অনুব্রত নাম দেওয়া হয়েছে। এগুলির ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যথাসম্ভব পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জৈনধর্মে মনের চারটি আবেগকে চিহ্নিত করেছেন: ক্রোধ, অহং, অসদাচরণ ও লোভ। জৈন ধর্মমতে, ক্ষমার মাধ্যমে ক্রোধকে,

বিনয়ের মাধ্যমে অহংকারকে, সত্যাচরণের মাধ্যমে অসদাচরণকে এবং সন্তুষ্টির মাধ্যমে লোভকে জয় করার কথা বলা হয়েছে।

আত্মার মুক্তি : জৈন ধর্মে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই। তারা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী। মানুষের আত্মা দেহের উপর ভর করে মুক্তির পথে পরিভ্রমণ করে। বার বার জন্মগ্রহণ করে কর্মক্ষয়ের মাধ্যমে সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে নির্বাণ প্রাপ্তির মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করে। এই মোক্ষ লাভ করলেই দেহ থেকে আত্মার মুক্তি হয়। আর এই মুক্তি লাভ করলে জীবকে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। দেহধারণ মানেই হচ্ছে, রোগ, শোক, যন্ত্রনা, মৃত্যু ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সম্মুখীন হওয়া। এই দিক থেকে এই ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের মিল লক্ষ্য করা যায়।

আত্মার মুক্তির পরিক্রমায় **পঞ্চস্থিতি** বা **পঞ্চপরমেষ্ঠি** নামে পাঁচটি স্তর আছে, সেগুলি হল- **১. অর্হত**, ২. **সিদ্ধ**, ৩. **আচার্য**, ৪. **উপাধ্যায়** ও ৫. **সাধু**। তপস্যা ও কর্মক্ষয়ের মাধ্যমে এই স্তরগুলো অতিক্রম করে পরম আত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে পুণ্যাত্মা পায় পরম মুক্তি। এছাড়া জৈন ধর্মে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ নামে সাতটি তত্ত্ব আছে।

৭. হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক মতবাদ। হিন্দুধর্মকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ নিজস্ব ধর্মমতকে সনাতন ধর্ম নামেও অভিহিত করেন। 'সনাতন' বলতে বোঝায় 'চিরবর্তমান বা শাশ্বত'। পশ্চিমা পন্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ এবং সংশ্লেষণ হিসেবে গণ্য করেন যার মূলে একক কোন ব্যক্তির অবদান নেই এবং এর একাধিক উৎপত্তি উৎস রয়েছে। এটি সনাতনি বা চিরন্তন কর্তব্যের কথা যেমন সততা, অহিংসা, ধৈর্যশীলতা, সমবেদনা ও আত্মনিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি আরো অনেক কথা বলে। হিন্দুধর্ম একাধিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত। এই ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই। হিন্দুধর্মকে বিশ্বের 'প্রাচীনতম জীবিত ধর্মবিশ্বাস' বা 'প্রাচীনতম জীবিত প্রধান মতবাদ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুরুষার্থ, যা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। পুরুষার্থ গুলি হল- ধর্ম (নীতি), অর্থ, কাম এবং মোক্ষ; এবং বিভিন্ন ধরনের যোগ সাধনা (মোক্ষ লাভের পথ)। হিন্দুদের নিত্যকর্মের তালিকায় আছে পূজা, অর্চনা, ধ্যান, পারিবারিক সংস্কার, বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং তীর্থযাত্রা। কেউ কেউ সমাজ ও সভ্য জগতে সুখ শান্তি ছেড়ে মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ : ভারতীয় হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ অসংখ্য। হিন্দুশাস্ত্র শ্রুতি ও স্মৃতি নামে দুই ভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থগুলিতে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও পুরাণ আলোচিত হয়েছে এবং ধর্মানুশীলন সংক্রান্ত নানা তথ্য বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বেদ সর্বপ্রাচীন, সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি হল

উপনিষদ্, পুরাণ, ও ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত মহাভারতের কৃষ্ণ-কথিত একটি অংশ বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে থাকে।

হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা : হিন্দুধর্ম মূলত একটি ব্যবহারিক ধর্মচেতনা। একাধিক প্রথা, সংস্কার ও আদর্শ এতে সন্নিবেশিত। তাই অনেকের মতে এই ধর্মের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ অসুবিধাজনক। এই বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি বিশ্বের সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মের শিরোপাও প্রদান করেছে। অধিকাংশ ধর্মীয় সংস্কার পবিত্র ধর্মশাস্ত্র বেদ হতে সঞ্জাত। যদিও হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রের বাইরে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও এই মতবাদে বিশ্বাস রাখে। এই কারণে হিন্দুধর্মকে মনে করা হয় বিশ্বের জটিলতম ধর্মবিশ্বাসগুলির অন্যতম। পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে, ধর্ম কি এবং কিভাবে তা আরও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত তারই বিচারে হিন্দুধর্মকে যাচাই করা হয়। 'ধর্মবিশ্বাস' ('Faith') শব্দটি 'ধর্ম' ('Religion') অর্থে প্রয়োগের ফলে এই বিষয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো পণ্ডিত এবং অনেক হিন্দু দেশীয় 'সনাতন ধর্ম' -এর সংজ্ঞাটির পক্ষপাতী। এইসংস্কৃত শব্দবন্ধটির অর্থ 'চিরন্তন ধর্ম (বিধি)' বা 'চিরন্তন পন্থা'। আবার ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি তথা বিশিষ্ট দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একে 'একটি বিশ্বাসমাত্র' বলতে অস্বীকার করেন। বরং এই ধর্মের যুক্তি ও দর্শনের দিকটি বিচার করে তিনি খোলাখুলিভাবেই এই মত ব্যক্ত করেন যে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দান করা অসম্ভব। শুধুমাত্র এই ধর্ম অনুশীলনই করা যায়।

উনবিংশ শতকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীগণ 'হিন্দু-ইজম' শব্দটির প্রয়োগ শুরু করার পর থেকেই হিন্দুধর্ম একটি বিশ্বধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গোবিন্দ দাস তা 'Hinduism' নামক গ্রন্থে বলেছেন 'No definition is possible, for the very good reason that Hinduism is absolutely indefinite'.[১৬]। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ হিন্দুধর্ম পরিপুর্ণভাবে অনির্দিষ্ট। যদিও হিন্দুধর্মের শিকড় ও তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার প্রাচীনত্বের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা থেকে ঐতিহাসিক বৈদিক সভ্যতার প্রাথমিক পর্ব জুড়ে ছিল হিন্দুধর্মের সূচনালগ্নে।

একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ : একেশ্বরবাদ, বহুদেবতাবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, নাস্তিক্যবাদ – সকল প্রকার বিশ্বাসের সমাহার দেখা যায় হিন্দুধর্মে। তাই হিন্দুধর্মে ঈশ্বরধারণাটি অত্যন্ত জটিল। এই ধারণা মূলত নির্দিষ্ট কোনো ঐতিহ্য অথবা দর্শনের উপর নির্ভরশীল। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে মানুষের আত্মা শাশ্বত। অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শন অনুসারে, আত্মা সর্বশেষে পরমাত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়। এই কারণেই এই দর্শন অদ্বৈত দর্শন নামে পরিচিত। অদ্বৈত মতে, জীবনের উদ্দেশ্য হল আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা অনুভব করা। উপনিষদে বলা হয়েছে, মানুষের পরমসত্ত্বা আত্মাকে যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন রূপে অনুভব করতে সক্ষম হন, তিনিই মোক্ষ বা মহামুক্তি লাভ করেন। খ্রীস্টান, ইহুদী, ইসলাম ইত্যাদি বিশ্বজনীন ধর্মগুলি অবশ্য

একেশ্বরবাদী কিন্তু এগুলি অদ্বৈতবাদী নয়। বিশ্বজনীন ধর্মে একেশ্বরবাদী মতবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে দ্বৈতবাদের ধারণা। যারা জগতের সৃষ্টিকর্তাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মনে করে তাঁরা স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক রূপে কল্পনা করেন। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদ একটি দার্শনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণা কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা কুসংস্কার নয়। ধর্মের শ্রদ্ধা ও সাধকের ভেদ স্বীকার করাই স্বাভাবিক। আর এই হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই ভেদ স্বীকার করা হয়।

অবতারবাদ : হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন পুরাণে ব্রহ্মাকে জগতের সৃষ্টি-কর্তা, বিষ্ণুকেই পালন-কর্তা ও মহেশ্বরকে ধবংস-কর্তারূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতে বিষ্ণুকেই দেবপতি ও পরমেশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে দেবপতি বিষ্ণুর পুরুষরূপে আবির্ভাব ও তাঁর লীলার কাহিনী বর্ণনা আছে। আমরা এও জানি যে, মহাভারতে শ্রীরাম ও তাঁর তিন ভাই লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, বিষ্ণুরই অবতার। আবার মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণও বিষ্ণুর অবতার। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ঈশ্বরের এই অবতাররূপে আবির্ভাবের কথা স্পষ্টত বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭] সুতরাং হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে যুগে যুগে ঈশ্বর অবতাররূপে আবির্ভাব হবেন।

উপসংহার : তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব হল ধর্ম নিয়ে গবেষণার একটি বিষয় বা বিশেষ শাখা। এটা পৃথিবীর ধর্মমতগুলোর বিভিন্ন বিধি-বিধানের ও রীতি নীতির যৌক্তিকতা ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের অভ্যান্তরীণ মৌলিক দর্শন যেমন নৈতিকতা, অধিবিদ্যা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও কল্যাণের ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করে। এই আলোচনা ও বিশ্লেষণ একটি ধর্ম বিশ্বাসী মানুষকে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করে এবং মানুষকে অন্ধবিশ্বাসী ও অন্ধভক্তি থেকে পরাভক্তি কাছে নিয়ে আসে। পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনে দিক নির্দেশনা এবং মানবতার আদর্শ নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মের আগমন ঘটেছে। অনেক ধর্মমত আছে, যেগুলি আজও সজীব অর্থাৎ যেগুলির অনুগামীরা আজও বর্তমান।

সূত্র নির্দেশ :

১। The Philosophy of Religion- G. Galloway, P. 47

২। The Secrete History of the World and How to Get Out Alive- Laura Knight Jadczyk, Red Phil Press, 2005, P. 327.

৩। 'Thee alone, I know to be the Supreme.
Others all, I dismiss from my mind' (Gatha 44.11)

৪। 'সেমেটিক ধর্ম' শব্দটি সাধারণত ইহুদী, খ্রীস্টান ও ইসলাম সহ আব্রাহামিক ধর্মকে বোঝায়।

৫। ইন্না-নাহনুনাঝঝালনাযযি করা ওয়া ইন্না-লাহূলাহা-ফিজূন।– (আল হিজর, সূরা ১, আয়াত ৯)

৬। পরিস্কার জল দিয়ে সুন্দরভাবে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিকে ধোয়াকে অজু বলে।

৭। ওয়ামা-কুনতা তাতলূমিন কাবলিহী মিন কিতা-বিওঁ

ওয়ালা-তাখুত্তুহূবিয়ামীনিকা ইযাল লারতা-বাল মুবতিলূন।- (আল আনকাবু সূরা ২৯, আয়াত ৪৮)

৮। আরবি 'মেরাজ' শব্দটি আরাজা থেকে গৃহীত, যার অর্থ সে আরোহণ করেছিল।

৯। কুল হুওয়াল্লা-হু-আহাদ।

আল্লা-হুসসামাদ।

লাম ইয়ালিদ ওয়াল ইউলাদ।

ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূকুফুওয়ান আহাদ। - (আল ইখলাস, সূরা ১১২, আয়াত ১, ২, ৩ ও ৪)

১০। গৌতম বুদ্ধ সাধন বলে যে জ্ঞান লাভ করে, সেই জ্ঞানকে তিনি চার আর্য সত্যরূপে প্রকাশ করেছেন। এই চার আর্য সত্য হচ্ছে বুদ্ধের সমগ্র দর্শন ও ধর্মের সারকথা। সেই চারটি আর্যসত্য হল- ক. দুঃখ, খ. দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের কারণ, গ. দুঃখ নিরোধ ও ঘ. দুঃখ নিরোধ মার্গ বা দুঃখ নিরোধের উপায়।

১১। দুখনিবৃত্তি বা নির্বান উপলব্ধির উপায়কে গৌতম বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলেছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ গুলি হল- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্তর, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

১২। বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গিক মার্গকে মধ্যম পথ বা মধ্যম পন্থা বলেছেন, কারণ এই পথ অনুসরণে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নেই, আবার ভোগ বিলাসেরও প্রয়োজন নেই। এই জন্যই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বলা হয় মধ্যম পন্থা

১৩। The Philosophy of Religion, G. Galloway, P. 141

১৪। 'জিন' শব্দ থেকে 'জৈন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। জৈন ধর্মে তীর্থঙ্করদের জিন বলা হয়। তীর্থঙ্কর হলেন এক সর্বজ্ঞ শিক্ষক ঈশ্বর, যিনি ধর্ম (নৈতিক পথ) শিক্ষা দেন। 'তীর্থঙ্কর' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা'। জৈনধর্মে 'তীর্থ' বলতে বোঝায় 'সংসার নামক অনন্ত জন্ম ও মৃত্যুর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত একটি সংকীর্ণ পথ।

১৫। তদেব

১৬। Hinduism, Govinda Das, P. 45.

১৭। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

পরিত্রাণায়া সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থার সম্ভবামি যুগে যুগে।। - (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/৭/৮)

গ্রন্থসূচি

১। সাংকৃত্যায়ণ, রাহুল, (অনুবাদক- ধর্মাধার মহাস্থবির), বৌদ্ধ দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৫.

২। সেনগুপ্ত, প্রমোধবন্ধু, ধর্মদর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৭৪.

৩। রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী, আমাদের আরাধ্য যীশুখীষ্ট, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০০.

৪। মোহান্ত, দীলিপ কুমার, ধর্মদর্শনের মূলসমস্যা (পাশ্চাত্য ও ভারতীয়), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০২০.

৫। গুপ্ত, কল্যাণচন্দ্র, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ, ধর্ম দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৭৪.

৬। সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৪.

৭। Galloway, George, The Philosophy of Religion, Charles Scribner's Sons, New York, 1914.

৮। Masih, Y., A Comparative Study of Religions, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD, New Delhi, 1990.

৯। Clarck, Beverley and R. Clarck, Brian, The Philosophy of Religions A Critical Introduction, Polity Press, Cambridge, 2008.

১০। Hick, John, Dialogues in the Philosophy of Religion, Palgrave Macmillan, New York, 2010.

১১। Knight-Jadczyk, Laura, The Secret History of the World and How to Get Out Alive, Red Phill Press, North Carolina, 2005.

১২। Dalla, M.N., History of Zoroastrianism, Oxford University Press, New York, 1938.

১৩। Radhakrishnan, S., The Hindu View of Life, The Macmillan Company, New York, 1927.

১৪। Yousuf Ali, Abdullah, The Holy Quran, Goodword Books, New Delhi, 2003.

১৫। Hiriyanna, M, The Essentials of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD, New Delhi, 1995.

১৬। Chatterjee, Satischandramohon and Datta, Dhirendramohon, An Introduction to Indian Philosophy, University of Calcutta, Kolkata, 2011.

১৭। Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, Vol-1, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD, New Delhi, 2012.

১৮। Sharma, Chandradhar, A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD, New Delhi, 1960.

১৯। Edwards, David Miall, The Philosophy of Religion, H. Doran Company, New York, 1924.